সংবাদ

তারিখ ... 6 APR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩

আসাদুজ্জামান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

৯ জন শিক্ষক নিয়োগের নামে ১২ লাখ টাকার উৎকোচ বিনিময়ের অভিযোগ

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গাইবান্ধা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আসাদুজ্জামান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে দু'দফায় ৯ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের নামে অভিনব কৌশলে প্রায় সাড়ে ১২ লাখ টাকার উৎকোচ বিনিময় হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেধার ভিত্তিতে এ নিয়োগের নামে পছন্দনীয় প্রার্থীদের কাছে আগেই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহ করারও অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গাইবান্ধার আসাদুজ্জামান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে দু'দফায় ৯ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথম দফায় কৃষি ও কম্পিউটার বিষয়ে ২ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২১ শে মার্চ ৭ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। মেধার ভিত্তিতে এ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের কথা বলা হলেও নিয়োগের আগে লিখিত পরীক্ষার জন্য পছন্দনীয় প্রার্থীর কাছে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রার্থীদের কাছ থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা করে আগাম উৎকোচ বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্যের মাধ্যমে এ উৎকোচ লেনদেন হয়। ডোনেশনের কোন কথা উচ্চারিত হয়নি। এই অভিনব কৌশলে ৯ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে ১২ লাখ ৬০ হাজার টাকার উৎকোচ আদায় করা হয়েছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদ জলা ১১ দলের সমন্বয়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য আমিনুল ইসলাম গোলাপ, গণেশ প্রসাদ, কার্জন আলী, কাদের নেওয়াজ, ময়নুল ইসলাম রাজা, ওয়াজিউর রহমান র‍্যাফেল, অ্যাডভোকেট শাহাদত হোসেন লাকু, মিহির ঘোষ, মোসাদ্দেক আহম্মদ বুলবুল, জাহাঙ্গীর আলম, মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, শাহ আলম, মঞ্জুরে আলম মিঠু প্রমুখ এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন, ২১শে মার্চ ২য় দফায় আসাদুজ্জামান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৭ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের নামে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অভিনব কায়দায় অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ কমিটির কতিপয় সদস্য নিজেদের পছন্দসই প্রার্থীদের কাছে আগেই প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেন। ফলে তাদের লিখিত পরীক্ষার নম্বর বেশি পাওয়ার সুযোগ ঘটে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য ২০ নম্বর নির্ধারিত থাকলেও তা নিয়েও স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঘটনা ঘটে। ইতোপূর্বেও একই কায়দায় ২ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। যা লোক চক্ষুকে ধোকা দেয়া ও অভিনব কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। নেতৃবৃন্দ এ ধরনের প্রহসনমূলক নিয়োগের প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।